নতুন গাড়ি বেচা কেনা
৪ লাখ থেকে সাড়ে ৪ কোটি

আমাদের সামর্থ না থাকলেও সাধ আছে। তাই ঢাকা শহরের সংকীর্ণ রাস্তায় গিজ গিজ করছে গাড়ি। পার্কিং এর সুব্যবস্থা নেই। এর পরও রঙ-বেরঙের নতুন গাড়ির বাজার এখন রমরমা... লিখেছেন **মারুফ রনি**

আমাদের এখানে দামি গাড়ি কোম্পানির মধ্যে 'মার্সিডিজ বেঞ্জ' পরিচিত একটি নাম। দেশে এ গাড়ি আমদানি করছে র‍্যাংগ্স গ্রুপের র‍্যাঙ্কন মটরস লিমিটেড। মার্সিডিজ বেঞ্জের কোনো গাড়ি ৩৫ লাখ টাকার নিচে পাওয়া যায় না। র‍্যাঙ্কন মটরস লিমিটেড থেকে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ দেড় কোটি টাকা মূল্যের একটি গাড়ি বিক্রি হয়েছে। মার্সিডিজ বেঞ্জের যেকোনো মডেলের গাড়ি ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী দেশে আমদানি করা হয়। গাড়ির ভেতরের কার্পেট থেকে শুরু করে সিট পর্যন্ত ক্রেতা পছন্দ অনুযায়ী অর্ডার দিতে পারে। এমনকি সিটের চামড়াটা কিসের তৈরি হবে সেটাও অর্ডার দিতে পারবে এবং কোম্পানি গাড়িটি ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেবে। দেশে এ কোম্পানির A-ক্লাস এবং E-ক্লাস মডেলের গাড়ি সবচেয়ে বেশি চলে। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীরও একটি মার্সিডিজ বেঞ্জ রয়েছে, যার মূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা।

র‍্যাংগ্স লিমিটেড আরো একটি নতুন গাড়ি আমদানি করছে। তারা জাপান থেকে মিটসুবিসি গাড়ি এ দেশে আনছে। মিটসুবিসির যে গাড়ি আমদানি করা হচ্ছে তার মধ্যে সিডান সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। সিডানের দুটি মডেল তারা আনেন। একটি হচ্ছে ল্যান্সার, যার মূল্য ১২ থেকে ১৭ লাখ (১৩০০-১৬০০ সিসি) টাকা এবং অপরটি হচ্ছে ২০০০ সিসির গ্যালন্ট, যার মূল্য ১৮ থেকে ২৪ লাখ টাকা। এ ছাড়াও তারা SUV (Sports Utility Vehicle)-এর পাজেরো (৪২ থেকে ৫০ লাখ টাকা), আউটল্যান্ডের (৩০ লাখ টাকা), নেটিভা (৩৫ লাখ টাকা) গাড়ি আনছে।

বাংলাদেশে যেসব নতুন গাড়ি আসছে সেগুলোর মধ্যে আকৃতির দিক থেকে আউটল্যান্ডার ও নেটিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। দেশে মিটসুবিসির একটি মাত্র 'স্পোর্টস কার' আসে। এটি হচ্ছে ল্যান্সার ইভো-VIII এবং এর মূল্য ৩৭ লাখ টাকা। র‍্যাংগ্স লিমিটেড মিটসুবিসির পিকআপ ছাড়া অন্য সবগুলোই সরাসরি জাপান থেকে আনে। পিকআপ আসে থাইল্যান্ড থেকে। র‍্যাংগ্স লিমিটেডের মার্কেটিং অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিসের ম্যানেজার মনির উদ্দিন বলেন, দেশের ক্রেতাদের গাড়ি পছন্দের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দাম। এরপরে যে জিনিসটা বেশি গুরুত্ব পায় সেটা হলো গাড়ির স্টাইল এবং পাওয়ার। তিনি আরো বলেন, 'গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে দেশের বন্দরে বিভিন্ন রকম সমস্যা হয়। যেমন, গত মাসে বন্দরে জায়গা কম থাকায় আমাদের গাড়িগুলো খোলা আকাশের নিচে রাখতে হয়েছে। ফলে ঐ দিন শিলাবৃষ্টিতে আমাদের বেশকিছু গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বর্তমানে দেশে গাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে একটি ছোটখাটো বিপ্লব ঘটেছে। গত বছর বাংলাদেশে নিশান কোম্পানির গাড়ি সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে। ফলে এর আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খানের প্যাসিফিক মটরস লিমিটেডকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। নিশান কোম্পানি সারা বিশ্বে তাদের ৭ হাজার ডিলারের মধ্যে ২৫টি ডিলারকে এ পুরস্কার দিয়েছে। প্যাসিফিক মটরস লিমিটেডের অ্যাসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সাবরিনা সাদেক বলেন, 'আমরা ২০০১ সাল থেকে এ পুরস্কার পেয়ে আসছি। গত বছর আমরা ৮৬০টি নিশান গাড়ি বিক্রি করেছি। এ ছাড়া ২০০১ সালে ৪৭৮টি, ২০০২ সালে ৬০২টি এবং ২০০৩ সালে ৬৮১টি গাড়ি বিক্রি হয়েছে।' এ দেশে নিশান কোম্পানির সানি গাড়িটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। ১৬০০ সিসির গাড়িটি জনপ্রিয়তা পাওয়ার কারণ হচ্ছে এর দাম তুলনামূলক কম। বর্তমান মন্ত্রীদেরও এ গাড়িগুলো দেয়া হয়েছে। এ গাড়ির দাম মাত্র ১১ থেকে ১৪ লাখ টাকা। নিশান কোম্পানির একটু দামি গাড়ির মধ্যে সেফিরো বেশি বিক্রি হয়। এটার দাম ৩০ থেকে ৪৫ লাখ টাকা। এ ছাড়াও নিশান কোম্পানির অন্য গাড়িগুলো হচ্ছে, এক্স ট্রায়াল (২৬-৩০ লাখ), পেট্রোল (৬০-৬৩ লাখ), আরভান (১৩-১৬ লাখ)।

দেশের বাজারে গাড়ি পছন্দের ক্ষেত্রে মানের চেয়ে দামটাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। জাপানের সুজুকি কোম্পানির প্রযুক্তি দিয়ে ইন্ডিয়া মারুতি গাড়ি তৈরি করছে, যার মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম। মাত্র ৪ লাখ টাকায় ৮০০ সিসির মারুতি-সুজুকির

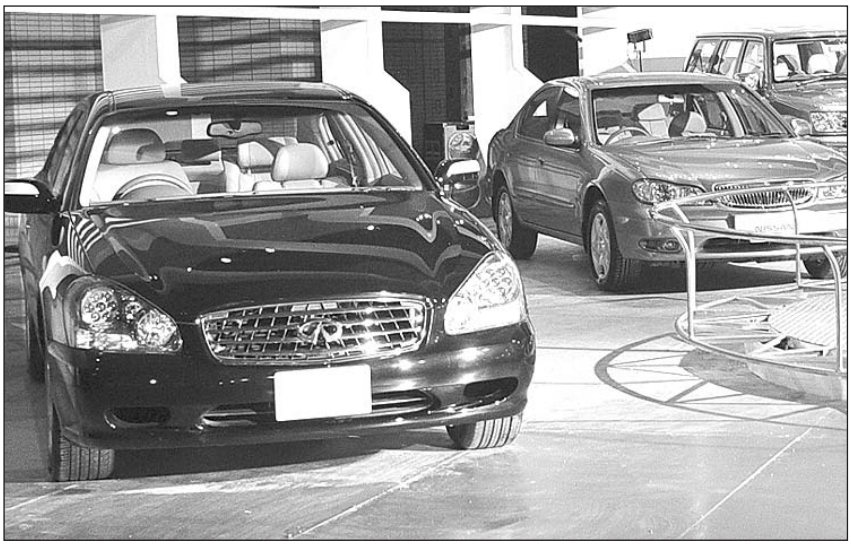

প্রাইভেট কার পাওয়া যায়। ইন্ডিয়া থেকে অন্য যেসব মারুতি গাড়ি বাংলাদেশে আমদানি করা হচ্ছে সেগুলো হলো ১০০০ সিসির জেনকার (৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা), ১১০০ সিসির ওয়াগনার (৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা) এবং ১৩০০ সিসির স্টিম কার (৮ লাখ ৩৫ হাজার)। এ ছাড়া উত্তরা মটরস লিমিটেড মারুতি-সুজুকি ছাড়াও সরাসরি জাপান থেকে সুজুকি গাড়ি আমদানি করছে। এর মধ্যে সুজুকি লিয়ানা গাড়ি বাংলাদেশের বাজারে বেশি বিক্রি হয়। ১৩০০ সিসির লিয়ানার দাম পড়বে ১১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা এবং ১৪০০ সিসির দাম ১৪ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। 'কমদামে মচমচে ভাজা' হিসেবে দেশের গাড়ির বাজারে মারুতি-সুজুকির একটি শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। তবে বাজারে কম দামে গাড়ি ছাড়তে গিয়ে মারুতি কোম্পানিকে অনেক সময় বিপাকেও পড়তে হয়েছে। যেমন মারুতি কোম্পানির কালো ট্যাক্সিক্যাবগুলোর যে অবস্থা তাতে ট্যাক্সিগুলোকে রাস্তার চেয়ে লোহা-লক্কড়ের দোকানেই শোভা পাওয়া উচিত। ভারতের ক্যাব এক্সপ্রেসের মাধ্যমে মারুতি কোম্পানির এই ট্যাক্সিক্যাবগুলো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চিন্তা করে অনেক কম দামে বাংলাদেশের বাজারে ছাড়া হয়। কিন্তু মাত্র এক বছরের মাথায় গাড়িগুলো বাতিল হয়ে যাবে এটা কেউ আশা করেনি। তবে মারুতি-সুজুকি গাড়ি আমদানিকারদের যুক্তি হচ্ছে, অনভিজ্ঞ চালকদের জন্যই গাড়িগুলো এতো দ্রুত নষ্ট হয়েছে। প্রথম গিয়ার অথবা দ্বিতীয় গিয়ারে যে গতিতে গাড়ি চালানোর কথা, তারা সেই গতিতে গাড়ি না চালানোর কারণেই এ সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ গাড়ির যতটুকু যত্ন নেয়া দরকার সেটা তারা নেয়নি। ফলে গাড়িগুলো খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু দেশের গাড়ির বাজারে এর বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি। কেননা, দেশে এখনো বছরে ৩০০ থেকে ৩৫০টি মারুতি গাড়ি বিক্রি হচ্ছে।

বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্যের বাজার সব সময়ই রয়েছে। ভারতের টাটা কোম্পানি দেশে বাস-ট্রাকের একচেটিয়া বাজার দখল করে রেখেছে। সম্প্রতি তারা দেশে নতুন গাড়ির রমরমা বাজারের দিকেও নজর দিয়েছে। কিছুদিন যাবৎ টাটা কোম্পানির পণ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান নিটল মটরস লিমিটেড একটি জিপগাড়ি দেশে আনছে। ৯ লাখ টাকা মূল্যের এই গাড়িটি বিক্রির জন্য নিটল মটরস লিমিটেড ক্রেতাদের সুবিধার্থে সহজে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

দেশে নতুন গাড়ির বাজারে দক্ষিণ কোরিয়ার গাড়িও ভালো বিক্রি হচ্ছে। বছরে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০টি নতুন হুন্দাই গাড়ির চাহিদা রয়েছে। ৭ লাখ টাকা মূল্যের সেন্ট্রো (১০০০ সিসি) এবং ২৩ লাখ টাকা দামের সুনাতা (২০০০ সিসি) গাড়ি হুন্দাই কোম্পানির অন্যান্য গাড়ির তুলনায় বেশি বিক্রি হয়। এমফিকো মটরস লিমিটেড হুন্দাই কোম্পানির অন্য যেসব নতুন গাড়ি আনছে তার মধ্যে এলানট্রা-১৬০০ সিসি (১৫.৫ লাখ টাকা), এক্সেন্ট ১৩০০ সিসি (১২ লাখ টাকা), টেরিক্যান ৩৫০০ সিসি (৩০ লাখ টাকা), কুসোন ২৭০০ সিসি (২৩ লাখ টাকা), সানতাফি ২৭০০ সিসি (২৩ লাখ টাকা)।

বাংলাদেশে জাপানের আরেকটি জনপ্রিয় গাড়ি হচ্ছে টয়োটা। দেশে টয়োটা কোম্পানির নতুন গাড়ি আমদানি করছে নাভানা লিমিটেড। টয়োটা কোম্পানির ১৩০০ ও ১৫০০ সিসির করোলা এ দেশে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে। গাড়িটির দাম যথাক্রমে ১৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া ১১ লাখ ৭৫ হাজার টাকার ইকো গাড়িটিরও চাহিদা রয়েছে।

বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে গাড়ির চাহিদা বেড়েই চলেছে। কিন্তু এর জন্য যে পরিমাণ রাস্তা দরকার সেটা নেই। তাই ঢাকা শহরের রাস্তায় দোতলা বাস নামানো হচ্ছে। এছাড়া আগামীতে সরকার বেশ কিছু ফ্লাইওভার ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনাও করছে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

***

পত্র মিতালীতে ইচ্ছুক-ঢাকার কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা লিখ। - রনি, বক্স নং-৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

Happy Birthday to Rain on 8th May. Hey! Buddy, How r u? searcher_pal@yahoo.com

***

একজন সাহসী, মায়াবতী, অপরূপা প্রবাসী রমণীর জন্য। আমি একজন পারিবারিক প্রতিবন্ধী। বর্তমানে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি। আমি একজন সাহসী, মায়াবতী, অপরূপা, প্রবাসী রমণীর জন্য অপেক্ষা করছি। যে আমায় আমার এই প্রতিবন্ধী জীবনের কষ্ট, যন্ত্রণা, দুঃখকে ভুলিয়ে তার ভালোবাসার শাড়ির আঁচলের ছায়ায় সারা জীবন জড়িয়ে রাখবে। আমার চোখের নোনা জল মুছিয়ে দিয়ে তার কাছে নিয়ে যাবে। সেই মায়াবতীকেই লেখার অনুরোধ করছি যার বয়স ২৫-২৭-এর মধ্যে।

-Sagar, d-27, Block-E, Zakir Hossain Road, Mohammadpur, Dhaka-1207

***

'হুট করে বিয়ের পিঁড়িতে বসাটা ঝুকিপূর্ণ' তার পূর্বে একে অপরকে যতটুকু সম্ভব জানাটা সমীচীন। দীর্ঘদিন পর আমেরিকা থেকে দেশে এসেছি। ৫ - ৮" (৩৫)। আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী; উদার, মুক্তমনের মানুষ। সৎ, উদার, আসাম্প্রদায়িক, সংস্কারমুক্ত, মুক্তমনের বাংলাদেশের মেয়েদেরকে E-mail ।

সবিনয়ে আহবান জানাচ্ছি। ডিভোর্স হলেও আহবান করছি। গোপনীয়তা ১০০%।

জার্মিল

E-mail: Dhanmondi47@hotmail.com

অথবা

বক্স নং-৩৪৬

সাপ্তাহিক ২০০০। ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।